গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

**বিষয়ঃ মার্চ ২০১৮ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
তারিখ ঃ ১০-০৪-২০১৮ খ্রিঃ
সময় ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক।

**আলোচনা ঃ**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩) গত ০৭-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ সভায় তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

| ক্রঃ নং | বিষয় | আলোচনা | সিদ্ধান্ত |
|---|---|---|---|
| ১. | অনিষ্পন্ন বিষয়াদি | **(১) বিআইডব্লিউটিএ ঃ**<br>**(ক) চাঁদপুর নদী বন্দরের ফোরশোর সীমানা নির্ধারণ ও জমি হস্তান্তর**<br><br>চাঁদপুর নদী বন্দরের ফোরশোর সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে অর্থাৎ চাঁদপুর নদী বন্দরের কতটুকু তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট হস্তান্তরের প্রয়োজন হবে এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (টিএ) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে তার প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রতিবেদনে ৮৫.২৬৫৪ একর তীরভূমি সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে। সে আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ০৪-০১-২০১৮ তারিখে জেলা প্রশাসক, চাঁদপুরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, চাঁদপুরের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিএ এর চেয়ারম্যান সভায় জানান যে, চাহিত ৮৫ একরের মধ্যে ২০ একর জমি বর্তমানে হস্তান্তরের যোগ্য। তবে তীরভূমির নক্সা না থাকায় হস্তান্তর কার্যক্রম বিলম্বিত হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। | (ক) এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এবং বিআইডব্লিউটিএ হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন এবং উক্ত তীরভূমির নক্সা সংগ্রহ ও অন্যান্য সহযোগিতা করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার মাধ্যমে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করবেন। |
| | | **(খ) কক্সবাজার নদী বন্দরের তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ-এর নিকট হস্তান্তর**<br><br>এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১২-০৭-২০১৭ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ০৪-০১-২০১৮ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ এবং জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারকে | (খ) যুগ্মসচিব (টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সাথে যোগাযোগ রেখে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিআইডব্লিউটিএ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিষয়টি নিষ্পত্তির স্বার্থে নিয়মিত ফলোআপ করবেন। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | পত্র দেয়া হয়েছে। সভায় বিআইডব্লিউটিএ এর চেয়ারম্যান জানান যে, এ বিষয়ে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার কাজ শুরু করেছেন। এছাড়াও উক্ত বন্দর স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র রয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়াও বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধি সভায় অবগত করেন, বিষয়টি নিয়ে কক্সবাজারের নতুন যোগদানকৃত ডিসি এর সাথে আলোচনা করা হয়েছে।<br><br>**(২) বিআইডব্লিউটিসি ঃ**<br><br>**(ক) বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক পরিচালিত ফেরিগুলোতে বাড়তি জ্বালানী খরচ বাবদ ০৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় শিরোনামে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তরের সংবাদের প্রেক্ষিতে তদন্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ**<br><br>বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক ফেরীতে ০৮ মাসে বাড়তি জ্বালানী খরচ সাড়ে ০৬ (ছয়) কোটি টাকা শিরোনামে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ১১-০৭-২০১১ তারিখে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪-০৪-২০১২ তারিখে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিসিকে জবাব দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৩-২০১৭ তারিখে জবাব পাওয়া যায়, কিন্তু জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২৮-০৩-২০১৭ তারিখে যুগ্মসচিব (বাজেট)-কে আহবায়ক করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিষয়টি সভায় আলোচনা হয়। প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রিপরিষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিপিসি থেকে সরাসরি তেল নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি সচিব সভাকে জানান। | (ক) অতিরিক্ত তেল খরচের বিষয়ে প্রকৃত কারণ তদন্ত করে মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে। মন্ত্রিপরিষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিপিসি থেকে সরাসরি তেল নেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। অতিরিক্ত তেল খরচের এ ধরণের বিষয়গুলো কঠোরভাবে মোকাবেলা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। জ্বালানী ব্যবহারে নজরদারি এবং স্বচ্ছতা নিয়ে আসতে হবে। গোয়ালন্দ, পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া ঘাট এর দিকে নজরদারীতা বাড়াতে হবে। |
| | | খ) সদরঘাট হতে সেন্টমার্টিন রুটে পর্যটকদের সেবায় সি-ক্রুজ চালুর উদ্যোগ গ্রহণঃ<br><br>সভায় এ ব্যাপারে প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিসি জানায় সদরঘাট হতে সেন্টমার্টিন রুটে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে সি-ক্রুজ চালুর বিষয়ে একটি সভা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সভাপতি সভাকে জানায় যে, সভার মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে বেসরকারি উদ্যোগতাগণকে এ বিষয়ে বিনিয়োগের চেস্টা করা হচ্ছে। নিজস্ব জাহাজের পাশাপাশি বেসরকারি জাহাজের মাধ্যমে ঢাকা-সেন্টমার্টিন, খুলনা-সেন্টমার্টিন, চট্টগ্রাম-সেন্টমার্টিন, বরিশাল-সেন্টমার্টিন রুটে আগামী শীত মৌসুমের (নভেম্বর-ডিসেম্বর) মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। | (খ) বিআইডব্লিউটিসি আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ঢাকা-সেন্টমার্টিন, খুলনা-সেন্টমার্টিন, বরিশাল-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে সি-ক্রুজ বা পর্যটন আর্কষণ জাহাজ চালুর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। |
| | | **(৩) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মোবক)**<br><br>**(ক) মোবক কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতালের কর্মরত নার্সদের ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণ** | (ক) এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মোবক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | এ বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সে প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মোবক) জানান যে, বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং রয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব (মোবক) কে যোগাযোগ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। | |
| | | **(খ) মোবকের সকল কর্মকর্তাগণকে** বন্দর **এলাকায় স্বপরিবারে বসবাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহ**ণের **জন্য** মোংলা এলাকায় **১০ (**দশ**)** তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ<br><br>মোবক এর কোন কর্মকর্তা মোবক এলাকার বাহিরে থাকতে পারবে না মর্মে সভায় সচিব মহোদয় উল্লেখ করেন, তৎপ্রেক্ষিতে মোবক এর প্রতিনিধি সভায় উল্লেখ করেন যে, স্টাফ লেভেলের কর্মচারীগণ প্রায় সবাই মোবক এলাকাতেই থাকেন, তবে অফিসারদের মোবক এলাকায় থাকার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও সচিব নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সভায় উল্লেখ করেন যে, যেসব কর্মকর্তা/কর্মচারী মোবক এলাকাতে থাকতে অনিহা দেখায় তাদেরকে এ বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। | (খ) মোংলা এলাকায় ১০(দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও, সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে মোবক এলাকায় বসবাসের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই মোবক এলাকাতে থাকতে হবে। |
| | | (৪) **বিএসসি (বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন)**<br><br>**(ক) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে মহাব্যবস্থাপক পদ বিলুপ্ত**করে **DPA (Designated Person Ashore)** পদ সৃজন<br><br>এ পদ সৃজনের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বিএসসি শাখা কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, অর্থ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক বেতন স্কেল ভেটিং এর জন্য সর্বশেষ ২১-০৯-২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের চাহিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডকুমেন্ট পুনরায় প্রেরণের কার্যক্রম চলমান আছে। | (ক) প্রেরিত পত্রের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে বিএসসি এবং সংশ্লিষ্ট শাখা নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। |
| | | (খ) **বিএসসি এর নিজস্ব চাকুরী প্রবিধানমালা** তৈরী: সরকারের বিভিন্ন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএসসি এর নিজস্ব চাকুরী প্রবিধানমালার তৈরির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সে প্রেক্ষিতে গঠিত কমিটি সভাকে জানান যে, উক্ত কমিটি একটি সভা করেছে এবং শীঘ্রই আরো কয়েকটি পর্যালোচনা সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত মতামত দিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। | (খ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা ও বিএসসি এর সংশ্লিষ্টগণ দ্রুত প্রবিধানমালা তৈরির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। |
| | | (৫) **নৌপরিবহন অধিদপ্তর ঃ**<br><br>**(ক) নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে তদন্তকরণ:**<br><br>এ প্রেক্ষিতে সভাকে জানানো হয় যে, সদ্য অবসরে যাওয়া অতিরিক্ত সচিব, বেগম জিকরুর রেজা খানম | (ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্ত কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। এছাড়াও প্রধান প্রকৌশলীর যোগদান সংশ্লিষ্ট মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের প্রাপ্ত রায়ের |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | এর অসমাপ্ত তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাঁকে সভা হতে দ্রুত প্রতিবেদন দানে অনুরোধ করা হয়। এছাড়াও, উক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিদপ্তরে যোগদানের বিষয়ে আদালতের নির্দেশের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়, তৎপ্রেক্ষিতে অধিদপ্তরের প্রতিনিধি পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, তাঁর যোগদানের ব্যাপারে প্রাপ্ত আদালতের রায়ের বিপরীতে স্থগিত আদেশও ঘোষিত হয়েছে। বিষয়টি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। | বিষয়টি আইনগত ভাবে বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। |
| | | **(খ) মার্চেন্ট শিপিং এর জন্য ৫৭২ টি পদ সৃজন**<br><br>নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মার্চেন্ট শিপিং এর জন্য ৫৭২ টি পদ সৃজনের বিষয়ে সভা হতে জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে নির্দেশনার আলোকে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অধিদপ্তর কাজ করছেন। সভা হতে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দ্রুততার সাথে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। | (খ) পুনরায় প্রস্তাব দ্রুততার সাথে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। |
| | | (গ) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে পর্যটকদের জন্য সি-ক্রুজ জাহাজ সার্ভিস চালুকরণ:<br><br>এ প্রসঙ্গে সভাকে জানানো হয যে, সমুদ্র পথে দেশী-বিদেশী সি-ক্রুজ সার্ভিস চালুর বিষয়ে গত ১৫-১১-২০১৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির সভা ১৬-০১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কয়েকটি সুপারিশমালা পাওয়া যায়।<br>১) সুপারিশমালার আলোকে নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ/উপকূলীয় ক্রুজ সার্ভিস চালু এবং বিদেশী ক্রুজ জাহাজ দেশের উপকূলীয় এলাকায় আসার বিষয়ে ট্যুর অপারেটরসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণে মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।<br>২) সুপারিশমালার ভিত্তিতে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন/বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশনকে সরকারি পর্যায়ে ক্রুজ জাহাজ সংগ্রহের মাধ্যমে ইনল্যান্ড/কোস্টাল ক্রুজ সার্ভিস চালুর বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | (গ) আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ঢাকা-সেন্টমার্টিন, খুলনা-সেন্টমার্টিন, বরিশাল-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটক বিনোদন সুবিধা সম্পন্ন সি-ক্রুজ বা পর্যটন আর্কষণ জাহাজ চালুর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে। |
| | | (ঘ) নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৮ঃ<br><br>এ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বেশি বেশি প্রচারণার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিশেষ সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নৌ-নিরাপত্তায় ও দুর্ঘটনা এড়াতে করণীয় বিষয়গুলো পত্র-পত্রিকায় প্রথম ও শেষ পাতায় প্রকাশ করার জন্য সভায় আলোচনা হয়। | (ঘ) ১) নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৮ উপলক্ষ্যে বেশি বেশি প্রচারণার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।<br>২) পত্র-পত্রিকায় প্রথম ও শেষ পেজে নৌ-নিরাপত্তায় করণীয় ও দুর্ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক বিষয়গুলো প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। |
| | | **(৬) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ঃ** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **(ক) চট্টগ্রাম বন্দর কলেজ ও চট্টগ্রাম বন্দর মহিলা কলেজের জন্য ৬৮ টি পদ সৃজন**<br><br>চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালিত কলেজ ও বন্দর মহিলা কলেজের ৬৮টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ২০-০২-২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।<br><br>(খ) **বন্দর এলাকায় বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিচালনার জন্য পদ সৃজন**<br><br>এ বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, বন্দর এলাকায় বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিচালনার জন্য পদ সৃজনের প্রস্তাব চবক শাখা হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে তা কয়েকটি বিষয়ে তথ্য চেয়ে ফেরত প্রদান করে। যার কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা সভাকে জানায়।<br><br>(গ) **ঢাকাস্থ আইসিডির ১৩টি পদের মেয়াদ সংরক্ষণ**<br>ঢাকাস্থ আইসিটির ১৩ টি পদের মেয়াদ সংরক্ষণের জন্য ২৩-০৫-২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের হতে সম্মতি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে তবে ভেটিং প্রক্রিয়া শেষ হয়নি মর্মে অধিশাখা কর্মকর্তা সভায় জানান।<br><br>**(ঘ) চবক হাসপাতালের ৫৯ টি প্রয়োজনীয় পদ সৃজন**<br>চবক পরিচালিত হাসপাতালের ৫৯ টি প্রয়োজনীয় পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী চবক হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়টি চবক শাখা সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে সরাসরি যোগাযোগের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।<br><br>(ঙ) **চবক এর অপারেশনাল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এর পদ সৃজন**<br><br>চবক এর অপারেশনাল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এর পদ সৃজনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ২১-৯-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে| এছাড়াও, চবক এর মেম্বার প্রশাসন ও প্লানিংকে আলাদা করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। মেম্বার (ট্রাফিক) এর পদ সৃষ্টির বিষয়েও চবক কর্তৃপক্ষ এর কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।<br><br>(চ) আসন্ন রমজান উপলক্ষ্যে বন্দরে যেন জাহাজ জট সমস্যা না হয় সে বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। | (ক) সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। প্রয়োজনে টেলিফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে বিষয়টি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।<br><br>(খ) সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর এ বিষয়টি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। দ্রুত জাহাজ খালাস করতে হবে এবং জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে প্রতিদিনের চিত্র মন্ত্রণালয়ে দ্রুত অবহিত করতে হবে।<br><br>(গ) এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।<br><br>(ঘ) হাসপাতালের ৫৯ টি প্রয়োজনীয় পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তাব সংশোধন করে দ্রুত প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়।<br><br>(ঙ) এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (চবক) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।<br><br>(চ) বন্দরে যাতে কোন জাহাজ অতিরিক্ত সময়ের জন্য আটকে না থাকে, পন্য যাতে দ্রুত খালাস করা যায় সে বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পাশাপাশি চবক |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | নিয়মিতভাবে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল বিষয়ক তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে জানাবেন। |
| ২. | **শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে ঃ** | ১। <u>চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)ঃ</u><br><br>চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানান যে, চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান শূন্য পদের সংখ্যা ৪৫৫ টি এবং ৮৫২টি শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ হয় সে দিকে খেয়াল রেখে বিধি মোতাবেক, নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। নিয়োগ কার্যক্রমে কোন প্রকার অনিয়ম যেন না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সভায় গুরুত্ব দেয়া হয়। চবক এর লিখিত পরীক্ষা টেকনিক্যাল পদগুলো যেমন কম্পিউটার অপারেটর/স্টেনোগ্রাফার এ জাতীয় পদে বেশি সংখ্যক প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়, এছাড়া অন্যান্য পদে কম সংখ্যক প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় রাখার ব্যাপারে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া, নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন করার বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। | ১। মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর/ সংস্থায় বিদ্যমান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করতে হবে। সকল ধরণের নিয়োগ বিধি, কোটা বিভাজনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরণের দুর্নীতি বা অনিয়মকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। প্রকৃত মেধাবীদের বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে কঠোর হস্তক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। |
| | | (খ) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বর্তমানে দেশের চলমান বেকার সমস্যার বিষয় উল্লেখ করে চবক এর শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদনের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করেন। স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠ নিয়োগের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। | (খ) সকল প্রকার শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। |
| | | ২। <u>মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মোবক)ঃ</u><br><br>মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পদ ২৭৯৬। কর্মরত ১১৫৫, শূন্যপদ ১৬৪১, ২টি পর্বে ৩৪৫+৫০৩=৮৪৮ টি পদের জন্য ছাড়পত্রের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতিনিধি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সভাকে জানান। | ২। ছাড়পত্র প্রাপ্ত শূন্যপদ দ্রুততার সাথে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন ও ছাড়পত্রের সঙ্গে নিয়োগ কমিটি অনুমোদন করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। |
| | | ৩। বিআইডব্লিউটিএ এর জনবল নিয়োগ সংক্রান্তঃ এ বিষয়ে বর্তমানে বিদ্যমান জটিলতা নিরসনে আলোচনা হয়। এছাড়াও অফিস সহায়ক, মালি ও ঝাড়ুদার পদগুলো আউটসোসিং এ নিয়োগের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। লস্কর, গ্রিজার পদগুলো পদোন্নতিযোগ্য পদ বিধায় সে পদগুলো সংস্থা হতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ এর বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও নৌবন্দরগুলোর নিরাপত্তার বিষয়ে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে সারা দেশের জন্য প্রায় ০২ হাজার জনবল নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে বন্দরগুলোর নিরাপত্তা জোরদার/পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে জনবল তৈরি করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। | ৩। বিআইডব্লিউটিএ এর জনবল নিয়োগের বিষয়ে গঠিত কমিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও সর্বশেষ জারীকৃত বিধি অনুসরণে অফিস সহায়ক, মালি ও ঝাড়ুদার পদগুলো আউটসোসিং এর মাধ্যমে নিয়োগের বিষয়ে এবং লস্কর, গ্রিজার পদগুলো পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ এর সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও বন্দরগুলোর নিরাপত্তার বিষয়ে আউটসোসিং এর মাধ্যমে সারা দেশে প্রায় ০২ হাজার জনবল নিয়ে একটি নিরাপত্তা বাহিনী ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী জনবল তৈরি নিয়োজিত করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। |
| ৩. | **অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ প্রসঙ্গে ঃ** | এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রেরিত অগ্রগতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। | ১। দপ্তর/সংস্থার মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির অডিট আপত্তির বিস্তারিত তালিকা এবং নিষ্পত্তিকৃত তালিকা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | করবে। যত দ্রুত সম্ভব অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত হয়। যুগ্মসচিব (অডিট) বিষয়গুলো তদারকি ও যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করবে।<br><br>২। মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে প্রতিমাসে দ্বিপাক্ষিক/ত্রিপাক্ষিক সভা করবে এবং এ ধারা অব্যাহত রেখে আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।<br><br>৩। অডিট আপত্তির জবাব গুলো আরো যৌক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের জন্য অডিট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সকল দপ্তর/সংস্থার অডিট বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।<br><br>৪। মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (অডিট) প্রতি সপ্তাহে সভা করবে। অডিট অফিস হতে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় এর স্বাক্ষরে পত্র প্রেরণ করবে।<br><br>৫। মন্ত্রণালয়ে একটি অডিট সেল বা বাজেট বাস্তবায়ন মনিটরিং বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে।<br><br>৬। দপ্তর/সংস্থার অডিট বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । |
| **৪.** | **মামলা সংক্রান্ত ঃ** | সভায় মামলা সম্পর্কে দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি আলোচনান্তে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ করে এটর্নী জেনারেলের সহযোগিতা নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের স্বার্থসংরক্ষণে সচেষ্ট থাকার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার আইন কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক আদালতগুলোতে তদারকির কাজে নিয়োজিত রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। | ১। মামলার নোটিশ প্রাপ্তির পরই ওকালতনামা, আইনজীবী নিয়োগ, অনুচ্ছেদ ওয়ারি বক্তব্য তৈরি করে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নিকট পৌছানো এবং Contempt of Court এর বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংস্থা প্রধানগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যহত রাখছেন।<br><br>২। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহে যাদের অদ্যাবধি মামলার জবাব প্রেরণ বাকি রয়েছে তাদের মামলার নম্বরসহ দ্রুত জবাব প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। প্রয়োজনে শাখা হতে এ জন্য তাগিদ প্রদান করতে হবে।<br><br>৩। দপ্তর/সংস্থার প্রধানকে বিবাদী করে যে সব মামলা দায়ের করা হয়েছে, সেসব মামলার সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট তথ্য, গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।<br><br>৪। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে মামলাগুলোর বিষয়ে ফলোআপ করার জন্য কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। কর্মকর্তাগণ কোর্টে |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | নিয়মিত যাতায়াত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অগ্রগতি রিপোর্ট প্রদান করবেন। |
| **৫.** | **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত ঃ** | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়াও বর্তমানে অত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তাবায়িত ৩৮টি প্রতিশ্রুতি দ্রুত ও যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য সভা থেকে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করা হয়। | ১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রদত্ত নির্দেশনার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে যথাযথভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে আরও সতর্ক হতে হবে।<br>২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কোন অবস্থায় পেন্ডিং রাখা যাবে না।<br>৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং কার্যকর ব্যবস্থা নিবে।<br>৪। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়'কে অবহিত করবে।<br>৫। বিভিন্ন প্রকল্প এর সাথে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক প্রকল্প কাজের অগ্রগতি মনিটরিং/পরিদর্শন করবেন।<br>৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সমূহের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি যদি বাস্তবায়নযোগ্য না হয় বা সে বিষয়ে কোন জটিলতা থাকলে তা জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।<br>৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সকল প্রতিশ্রুতিগুলো এখন পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। যার যেটা করণীয় তার সেটা দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। |
| **৬.** | **মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংক্রান্ত ঃ** | ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ হতে ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত এবং ২৪ মার্চ-১৯৮২ হতে ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশ ফরমেট অনুসারে দ্রুত হালনাগাদকরণ ও বাংলা ভাষায় প্রণয়ন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। এছাড়া **মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ০৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে।** এ নির্দেশনা অনুসরণের জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে সভাপতি নির্দেশনা প্রাদন করেন। ০৭ টি আইন পেন্ডিং অবস্থায় আছে, তা দ্রুত নিস্পত্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। | ১। শাখাসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ কার্যদিবসের পূর্বে দপ্তর/সংস্থা হতে সংগ্রহ করে উক্ত প্রতিবেদন নিকোস ফন্টে (হার্ডকপি ও সফটকপি) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৩ শাখায় প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব সমন্বিত প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।<br>২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে।<br>৩। পেন্ডিং থাকা ০৭টি আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।<br>৪। সকল সংস্থাগুলো ইটেন্ডারিং এর আওতায় আসতে হবে, এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল প্রয়োজনীয় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | উদ্যোগ গ্রহণ করবে। |
| ৭. | **আইন বাংলায় অনুবাদ সংক্রান্ত ঃ** | ১) দপ্তর/সংস্থা সংশ্লিষ্ট ইংরেজী ভাষায় প্রণীত আইন বাংলায় অনুবাদ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মোট ১২ আইন বাংলায় অনুবাদের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উক্ত আইনগুলো কিভাবে দ্রুত বাংলায় অনুবাদ ও যুযোগপযোগি করণ সম্পন্ন করা যাবে তা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। | ১/ ক) যে আইনগুলো এখনো বাংলায় যুগোপযুগি করে অনুবাদ করার কাজ শেষ হয়নি, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।<br><br>(খ) আইনগুলো অনুবাদের বিষয়ে সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে, সে সাথে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের খরচ স্ব-স্ব সংস্থাগুলো বহন করবে।<br><br>(গ) আইন ও বিধি প্রণয়ন দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রয়োজনে স্পেসিয়ালিস্ট এর মাধ্যমে কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। |
| ৮. | **মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ঃ** | সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট প্রকাশযোগ্য তথ্যাদি নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের Facebook পেইজটির আকর্ষণ উপযোগীতাসহ ব্যবহার বাড়ানোর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইডে কর্মকর্তাদের সকলের ছবি ও প্রোফাইলে হালনাগাদ তথ্য সঠিক আছে কিনা সে বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইডে কোন প্রকার সমস্যা আছে কিনা সে ব্যাপারে তদারকি ও সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আলোচনা হয়। | ১। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহযোগিতা করবেন।<br><br>২। প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটও নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এ প্রদর্শিত হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তির জন্য দপ্তর/সংস্থা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত পরিদর্শন করবে।<br><br>৩। মন্ত্রণালয়ের সকল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো ওয়েবসাইট/ Facebook-এ বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা গুরুত্বের সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।<br><br>৪। মন্ত্রণালয়ের Facebook পেজে সংশ্লিষ্ট সকলকে লাইক ও শেয়ারসহ গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে সংযুক্ত থাকতে হবে।<br><br>৫। মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থার ওয়েব সাইডে/পেইজ সেবামূলক ও ব্যবহারযোগ্য তথ্য বহুলকরণে আইসিটি শাখা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। |
| ৯. | **ইনোভেশন টিম এর কার্যক্রম ঃ** | সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম এর কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্নকরণের জন্য প্রতিমাসে নিয়মিত সভা করা হয়। সভাপতি মহোদয় মন্ত্রণালয়সহ দপ্তর/সংস্থার কাজগুলোকে সহজীকরণ, দ্রুতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের আরো বেশি আন্তরিক হতে নির্দেশনা প্রদান করেন। | ১। মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম এর কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনসহ ইনোভেশন কার্যক্রমে শীর্ষ স্থানীয় মন্ত্রণালয়ের তালিকায় অর্ন্তভূক্ত হওয়া ও এর মাধ্যমে সেবা নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের আইটি শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।<br><br>২। প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা হতে ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত দুটি উদ্ভাবনী কাজের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বেই মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।<br><br>৩। দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নিজস্ব ইনোভেশন টিম এর কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করবে।<br><br>৪। ইনোভেশন কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে নিয়মিতভাবে |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | প্রচার করতে হবে। |
| ১০. | **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ঃ** | APA টিম এর সংশ্লিষ্ট ফোকাল পার্সন জনাব অনল চন্দ্র দাস (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা বিভিন্ন কার্যক্রম সন্তোষজনক রয়েছে এবং নিয়োজিত বিষয়টি মনিটরিং করা হচ্ছে। সভাপতি এই মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি নিয়ে বিষয়ক অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য কমিটিকে সভা হতে অনুরোধ করেন। | ১। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির ব্যাপারে আলাদাভাবে সভা করতে হবে। নিয়মিত তার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অগ্রগতি প্রতিবেদন সভাকে জানাতে হবে।<br>২। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষমাত্রা অর্জনে বিশেষজ্ঞ পুল ও APA টিম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। |
| ১১. | **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ঃ** | (ক) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২১-০৬-২০১৭ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চার জন্য এ মন্ত্রণালয়ে পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিমাসে শ্রেষ্ঠ কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবিসহ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা যেতে পারে। এছাড়া যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ভাল কাজ করবে তাদের পুরস্কার দেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। | (১) দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারনা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।<br>(২) কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। |
| ১২. | **ই-ফাইলিং সংক্রান্ত ঃ** | ১) মন্ত্রণালয়ের কাজে গতি সঞ্চার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ই-ফাইলিং বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারী পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে আরো বেশি উদ্যোগী হওয়ায় জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা তাদের যে কোন একটি সার্ভিসকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং ই-ফাইলিং এ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে টার্গেট নির্ধারণ এবং এ লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করে অগ্রসর হবার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয়কে কি করে প্রথম স্থানে আনা যায় তার ব্যাপারে সভায় আলোচনা করা হয়। | ১। প্রতিমাসে প্রত্যেক শাখা হতে প্রাপ্ত ডাক থেকে সন্তোষজনক নোট সৃজন, নথি নিষ্পত্তি ও পত্রজারী করতে হবে।<br>২। শাখা কর্মকর্তাগণ (সহঃ সচিব/সিঃ সহঃ সচিব/উপসচিব) প্রতি সপ্তাহে ১দিন(হতে পারে বুধবার বেলা ২.৩০ ঘটিকা) উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা তা প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনাপূর্বক নিশ্চিত করবেন।<br>৩। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ (যুগ্মসচিব ও তদুর্ধ) দিনে ২বার ই-ফাইলিং এ প্রবেশকরতঃ আগত নথি/ডাক নিষ্পত্তি করছেন।<br>৪। সকল দপ্তর/সংস্থা ই-ফাইল কার্যক্রমের অগ্রগতি/তথ্যাদি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। প্রয়োজনে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।<br>৫। প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা ই-ফাইলিং এর পাশাপাশি যে কোন একটি সার্ভিসকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এ লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করবে।<br>৬। শাখা ভিত্তিক পারফরমেন্স সকলের অবগতির জন্য মাসিক সমন্বয় সভায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জণের বিষয়ে শাখার কর্মকর্তাগণ সভাকে অবহিত করবেন।<br>৭। পরবর্তী সমন্বয় সভায় মন্ত্রণালয় এর |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | পাশাপাশি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে যারা ই-ফাইলে ১ম স্থান অর্জন করবে তাদেরকেও সম্মাননা প্রদান করবেন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিষ্টেম এনালিষ্ট উদ্যোগ নিবে।<br><br>৮। যে সকল দপ্তর/সংস্থা এখনও ই-ফাইলিং এর আওতায় আসেনি তাদের দ্রুত ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করতে হবে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের যে সকল শাখাগুলো ই-ফাইলিং এ এখনও পিছিয়ে তাদের ই-ফাইলিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আইটি শাখা মন্ত্রণালয়ের সকল শাখাগুলোকে সহযোগীতা প্রদান করবে।<br><br>৯। এ মন্ত্রণালয়কে ১ম স্থান অর্জন করার বিষয়ে কাজ সকল শাখাকে ইফাইলে পর্যাপ্ত কাজ করতে হবে এবং বিশেষ উদ্যোগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। |
| **১৩.** | **ই-টেন্ডারিং ঃ** | সভাকে অবহিত করা হয় যে, নদী রক্ষা কমিশন ব্যতিত অন্য সকল দপ্তর/সংস্থা ই-টেন্ডারিং কাজে সংযুক্ত হয়েচে। এ বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ সভায় আলোচনা ও নির্দেশনা রয়েছে। বিষয়টি কার্যকরতরণে সভায় আলোচনা হয়। | স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থায় ই-টেন্ডারিং এর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অনতিলম্বে নদী রক্ষা কমিশনকে এর আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। |
| **১৪.** | **তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)ঃ** | তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক তথ্য সভায় উপস্থাপন করে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। | তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। |
| **১৫.** | **অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ঃ** | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি বিষয়ে যুগ্মসচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে নিয়মিত সভা করা হয় মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। | প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়। |
| **১৬.** | **<u>বিবিধঃ</u>** | (ক) অনিষ্পন্ন বিষয়াদির তালিকা প্রেরণ ও উপস্থাপনঃ<br>মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি শাখার সাথে অন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থায় পেন্ডিং লিস্ট এবং সংস্থার সাথে মন্ত্রণালয়ের শাখাসমূহের পেন্ডিং লিস্ট প্রেরণ ও উপস্থাপনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।<br><br>(খ) আসন্ন রমজান ও ঈদকে সামনে রেখে অতিরিক্ত যাত্রী চলাচল নিরাপদ ও নিরবিছিন্ন করার জন্য ও নৌপরিবহন সেক্টরের যাত্রী সেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। | (ক) প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে বা সমন্বয় সভার ৭ কর্মদিবসের পূর্বে মন্ত্রণালয় হতে সংস্থার এবং সংস্থা হতে মন্ত্রণালয়ের শাখাসমূহের মধ্যে যে সকল পেন্ডিং বিষয় আছে তার তালিকা প্রশাসন-৩ শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।<br><br>(খ) ১) এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহ সকল ধরণের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, যাতে আসন্ন রমজান ও ঈদ সময়ে নৌপরিবহন সেক্টরের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।<br><br>২) নৌনিরাপত্তা ও সতর্কতামূলক বিষয়সমূহ নৌ-বন্দরসমূহে সার্বক্ষণিক মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।<br><br>৩) দৈনিক পত্র-পত্রিকার প্রথম ও শেষ পেজে নৌ-নিরাপত্তায় করণীয় ও দুর্ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক বিষয়গুলো প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br><br>৪) জননিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ৫) জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।<br><br>৬) সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহ তাদের গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ে তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।<br><br>৭) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা হতে বিভিন্ন নৌ-বন্দরে আকর্ষিক পরিদর্শনের সম্পর্কিত দায়িত্ব বন্টন করতে হবে। |

২। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ১৫-০৪-২০১৮।
(মোঃ আবদুস সামাদ)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নং-১৮.০০.০০০০.০১৬.০৬.০০৪.১৬(অংশ-৪)- তারিখঃ ১৫-০৪-২০১৮।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। চেয়ারম্যান, চবক/মোবক/বাস্থবক/পাবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/জানরক।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
৫। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম।
৬। উপসচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সকল)।
৭। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম।
৮। উপপ্রধান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সকল)।
১১। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইডে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১২। সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সকল)।
১৩। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সকল)।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ১৫-০৪-২০১৮

নাহিদ-উল-মোস্তাক
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রঃ ৩)
ফোন ঃ ৯৫১৫৫৫১